চেতনা

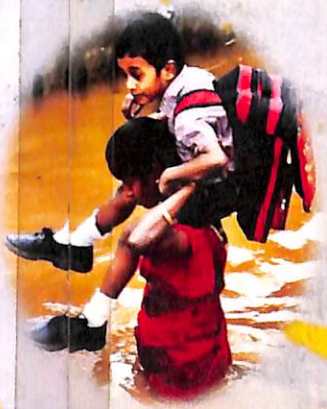

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

পাবে । বর্ত্তমান বিশ্বায়ন তথা উন্নত প্রযুক্তি বিদ্যাৰ এই প্রতিযোগিতাৰ দিনত যুৱক যুৱতী সকলে নিজৰ ভৱিত নিজে থিয় দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব । তেওঁলোকৰ হাতলৈ যেতিয়া নিজে সৎপথেৰে অর্জন কৰা ধন আহিব তেতিয়া যুৱ প্রজন্মৰ মাজত উচ্ছৃংখলতা হ্রাস আৰু নৈতিকতাৰ উন্নতি সাধন হব ।

গতিকে বর্ত্তমান সমাজত দেখা দিয়া যুৱ প্রজন্মৰ উচ্ছৃংখলতা আৰু নৈতিক চৰিত্রৰ স্খলনক সুনিয়নন্ত্রিত কৰিব নোৱাৰিলে, পিতা-পুত্র, ছাত্র-ছাত্রী আৰু শিক্ষাগুৰু সকলৰ মাজত মধুৰ সম্পর্ক নহ'লে, সমাজ ব্যৱস্থা ভাঙি-ছিণ্ডি চুড়মাৰ হৈ যাব আৰু আমি জীৱ শ্রেষ্ঠ মানুহবোৰে জ্ঞান-শূন্য হিংস্র বন্য প্রানীলৈ পর্যবসিত হব লাগিব । সেয়ে যুৱক-যুৱতি সকলক মূল পথলৈ অনাৰ বাবে সময় থাকোতেই সকলোৱে একেলগে সহানুভূতি সহকাৰে যত্ন কৰা উচিত ।

LOKNATH FURNITURE HOUSE
Deals in Steel furniture, Chair, Godrej, Sofa etc.
N.T. Road, Kharupetia,
Darrang (Assam)

Prop.- Raju Mallik
Cntct.- 9859076861

জো সোবত হৈ বহ খোবত হৈ
(যে ঘুমিয়ে থাকে সে হারায়)

ড° পরিমল কুমাৰ দত্ত

"Arise ! Awake ! and sleep no more" "উঠো ! জাগো ! আর ঘুমিয়ে থেকো না"। বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ যে কথা ভারত বাসীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন সেই কথা গুলো আজকের দিনে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন বোধহয় খারুপেটিয়া শহরের বঙ্গভাষী যুবক-যুবতীর ক্ষেত্রে।একথাটাই খারুপেটিয়া কলেজের নিজের বিভাগীয় কক্ষে বসে বসে ভাবছিলাম। ভাবনার অনেক অনেক কারণ আছে। এর আগেও ভেবেছি আজকেও ভাবছি । সেদিন ছিল কলেজের "নবীন ববণ" (নবাগত আদরনী সভা) উৎসব। ২/৩ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর হাসাহাসিতে কলেজে বইছে উৎবের হাওয়া। কিন্তু খারুপেটিয়া শহরের বঙ্গভাষী ছাত্র-ছাত্রীরা অনুপস্থিত। মাত্র তিন জন বঙ্গভাষী ছাত্রী এসেছে 'বিহু' নৃত্য পরিবেশন ক রার জন্য। অনুষ্ঠান শেষে ওরা কার সাথে ঘরে ফিরবে এই উদ্বেগ দূর ক রার জন্য আমি জানালাম যে আমিই নাগেশ্বর পর্য্যন্ত পৌছে দিব।

মহাবিদ্যালয় সপ্তাহে বিভিন্ন খেলাধূলা, নাচ, গান, তর্ক বক্তৃতায় - ছাত্র সংসদের সদস্য হওয়ার জন্য সভায় একজন বঙ্গভাষী ছাত্র ছাত্রীও এই শহর থেকে আসে না। সরস্বতী পূজার সভায় ওদের সামান্য উপস্থিতি সবাইকে বিস্মিত করে, ব্যথা দেয় । তথাপি সান্ত্বনা ভোটে না দাঁড়িয়েও ভোট দেওয়ার জন্য, সরস্বতী পূজা উদ্‌যাপন সমিতি গঠনের সভায় উপস্থিত নাথাকলেও পূজোর আনন্দ উপভোগ করার জন্য ঐ বঙ্গভাষী ছাত্রছাত্রীরা শতকরা একশ শতাংশই (১০০ %) উপস্থিত থাকে । দিনের পর দিন ক্লাসে অনুপস্থিত থেকে কোনো মতে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পেয়ে ধন্য হয়ে যায় । পরীক্ষার ফলাফলে সুশীল সমাজ লজ্জিত হয়, অভিভাবক বিভ্রান্ত হয়, গৃহ শিক্ষক নির্বাক হয় । ওরা অনুতপ্ত হয় যখন দেখে যে ওই রেজাল্টের জন্য না কোথাও চাকরির জন্য দরখাস্ত করতে পারে, না পোষ্ট গ্রেজুয়েট কোর্সে ভর্তি হতে পারে, এবং নাপারে কোনো প্রফেসনাল কোর্সে ভর্তি হতে । বছরের পর বছর এই দৃশ্য সমানে নজরে পরে।

নজরে পরে বঙ্গভাষী যুবক যুবতীদের অনুপস্থিতি চাকরিরত হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পোষ্ট অফিসে, বেংকের শাখাগুলোতে, বিদ্যুৎ পরিষদে, পন্যাগারে (Ware House), হাসপাতালে,দূরভাষ কেন্দ্রে, থানা, বি.ডি.ও কার্য্যালয়ে, বাজার নিয়ন্ত্রণ কার্য্যালয়ে, প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ে, খারুপেটিয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, খারুপেটিয়া মহাবিদ্যালয়ে। তবে

একটা ঠিক ,কিছু কিছু ছেলে-মেয়ে খরুপেটিয়ার বাইরে গিয়ে স্বদেশে অথবা বিদেশে চাকুরি বা ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাদের বেশীর ভাগই আর খারুপেটিয়াতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য ফিরে আসছে না।

খারুপেটিয়াতে যাঁরা স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন বা করতে ইচ্ছুক তাঁরা কোন খারুপেটিয়াকে দেখছেন? তারা কোন খারুপেটিয়াকে দেখতে চান? বহুদিন আগে পূর্ববঙ্গ থেকে জীবিকার সন্ধানে, প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে, সন্মান রাখতে হাজার হাজার বছরের বসতি ছেড়ে প্রিয় জন্মভূমির মায়া চিরতরে ত্যাগ করে এক দল মানুষ, আমাদের পূর্বপুরুষ, মা কামাখ্যার লীলাভূমি আসামের দরং জেলার মহাবাহু ব্রহ্মপুত্রের তীরে এই কৃষিভিত্তিক ব্যবসায়ের জায়গা খারুপেটিয়াতে বাসা বেধেঁছিলেন। সেদিন না ছিল এত গাড়ী, না ছিল রাস্তাঘাট, না ছিল বৈদ্যুতিক আলো। জীবনযুদ্ধের উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে তারাই এখানে স্থাপন করলেন এক বঙ্গভাষী অধ্যুষিত নগরের। তাঁরাই গড়ে তুললেন একে একে প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বাজার, মন্দির, হাসপাতাল ইত্যাদি।

তাঁদের সবারই উচ্চশিক্ষা ছিল না, সকলেই সাক্ষর ছিলেন না, বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যার আশীর্বাদ অঝোরে তাঁদের মাথায় ঝরে পড়েনি। অশান্ত আসামের ঝোড়ো হাওয়াতে বার বার ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ও হাড় ভাঙা পরিশ্রম করে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন। ওঁরাই হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করে অশুভ সাম্প্রদায়িক শক্তি বারে বারে প্রতিহত করেছেন। ওঁরাই তো প্রচলন করেছেন দুর্গাপুজোর ভাসানের এত সুন্দর আয়োজন- অপূর্ব শোভাযাত্রা। ওঁরাই নিয়ে এসেছেন সুদূর কলকাতা থেকে ভারত বিখ্যাত নৃত্ত কোম্পানী, উদয়শঙ্কর- অমলাশঙ্করের দলকে।

অল্পশিক্ষিত হয়েও ধীরেনবাবু মা শৈলবালা ও বাবা ধনীরামের নামে দুটো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যথাক্রমে সর্বোচ্চ দাতা ও স্থাপয়িতা হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে কুলগুরুর দীক্ষিত হয়েও ওঁরাই তো সরকারী মাটিতে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের জন্য জায়গার ব্যবস্থা করেছেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অনুরাগী গৌরবাবু তো রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের জন্য কয়েক বিঘা মাটি দান করেছেন। ওঁরাই তো শেষ বিশ্রাম স্থান শ্মশানে তৈরী করেছেন ভৈরব সহ অপূর্ব কালী মন্দির। ওঁদের পরিশ্রমের ফসলেই একের পর এক গড়ে উঠেছে সৎসঙ্গ বিহার, খারুপেটিয়া হিন্দু মিলন মন্দির, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, প্রভু জগদবন্ধু আশ্রম ও বারোয়ারী দুর্গাপুজো মন্দির। সাম্প্রদায়িক চক্রান্তের নায়ক ও কারণ অনুসন্ধানে ওঁরাই তো ত্রিখা কমিশন গঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। মুসলিম-অসমীয়া-বড়ো-মারোয়ারী-বিহারী-

আদিবাসী-নেপালী-পাঞ্জাবী ভাইদের সাথে নিয়ে খারুপেটিয়া মহাবিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন।

আজও সন্ধ্যায় যখন মসজিদে আজানের ধ্বনি শোনা যায়, যখন মন্দিরে মন্দিরে কাঁসর ঘন্টা বাজে ,যখন হরিনাম সংকীর্ত্তনে কীর্ত্তন-অঙ্গন মুখর হয়ে উঠে, যখন দেবীদুর্গার ভাসানের বাজনায় সহস্র ভক্ত তালে-তালে নেচে উঠে- তখন বহুদূর, বহুদূর থেকে তাকিয়ে থাকেন ওঁরা নবপ্রজন্মের দিকে।কেউ যদি মানস চক্ষে তাঁদের মুখ গুলো দেখতে পায়, তাহলে দেখবে তাঁদের মুখে ফুটে উঠেছে উদ্বেগের ছাপ- দুশ্চিন্তার ছাপ- বেদনাৰ ছাপ। কাদের জন্য এই উদ্বেগ! এই দুশ্চিন্তা! এই বেদনা! নিশ্চয়ই নবপ্রজন্মের জন্য। কেন হবে দুশ্চিন্তা? তাঁদের উত্তরসূরীরা তো পরম্পরা রক্ষা করে গড়ে তুলেছে টাইগার ক্লাব কালী মন্দির, শ্মশানের বাবা লোকনাথ মন্দির, করেছে সংস্কার শ্মশানের ও শনিমন্দিরের। সংযোজন করেছে দশেরা উৎসব ও দন্ডি বোম যাত্রার। নতুন প্রজন্ম তো জন্ম দিয়েছে কয়েকটি ইংরাজী মাধ্যম স্কুলের ও একটি বাংলা মাধ্যম প্রাথমিক বিদ্যালযের। নতুন প্রজন্ম তো ইতিহাস থেকে মুখ ফিরিয়ে তাঁদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেনি। এরা তো চেষ্টা করেছে সেই tradition কে ধরে রাখার, তাহলে দুশ্চিন্তা কেন? দুশ্চিন্তা হবেই। কেন? কেন? কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে আসছি। আসলে 'উত্তর' বলা ভুল হবে। আসছি আত্ম-বিশ্লেষনে।

প্রথমে আলোকপাত করছি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর দিকে। বাংলা মাধ্যমের স্কুল গুলো ছিল এই জেলার গৌরব। কোন অভিভাবকরা নিজেদের ছেলে-মেয়েদের পাঠাচ্ছেন সেগুলোতে? সবাই ঝুঁকছে ইংরাজী মাধ্যমের স্কুলগুলোর দিকে। নার্শারী থেকে দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়তে একটা ছাত্র-ছাত্রীর ১৩ বছর অতিক্রম করতে হয়। ইংরাজী স্কুল গুলোতে পড়াতে গিয়ে প্রতি মাসে অভিভাবকদের খরচ হয় প্রাইভেট টিউটরদের ফি সহ প্রায় ৩০০০ টাকা (তিন হাজার)। তাহলে H.S.L.C পাশ করতে খরচ হচ্ছে ৩০০০×১২মাস×১৩ বছর=৪৬৮০০০(চার লাখ আটষট্টি হাজার) টাকা। এত টাকা বিনিয়োগ করার পর কি ফল পাওয়া যাচ্ছে? কয়েক জনকে বাদ দিলে কোনরকমে প্রথম বিভাগে, কেউ দ্বিতীয় বিভাগে, কেউ তৃতীয় বিভাগে, এবং ফেল ও করছে। যারা ষ্টার বা তার চেয়ে বেশী মার্কস পায় তাদের অনেকেই প্রতিযোগিতায় ছিটকে পড়ে, আবার খারুপেটিয়াতে ফিরে এসে নিজেদের অসাধারণত্ব হারিয়ে সাধারণ শ্রেণীতে পরিণত হয়। হিসেব করলে এদের সংখ্যা শতাধিক। কত আশা-ভরসা নিয়ে অভিভাবকরা ইংরাজী মাধ্যমের স্কুল গুলোতে ছেলে-মেয়েদের পাঠান, অধিকাংশ অভিভাবকই শেষ পর্য্যন্ত হতাশায় ভুগে থাকেন।

কলেজে এখন semester প্রবর্তন করা হয়েছে। এর জন্য আসন সংখ্যা সীমিত হচ্ছে। আমাদের বঙ্গভাষী ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশই অতি কষ্টে ভর্তির সুযোগ পায়। ২/৩ জনের কথা বাদ দিলে শতকরা ৯৫% ছাত্র-ছাত্রীই ৫০% র নীচে মার্কস পায়। ভারফলে না পাচ্ছে বেঙ্গলার ছাত্র-ছাত্রী হয়ে কোনো সরকারী স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ, না পারছে বি. এড বা লতে (Law) পড়ার সুযোগ অথবা না পারছে হাইস্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকা পদের জন্য TET পরীক্ষার ফর্ম পূরণ করতে। কয়েক শ গ্যাজুয়েট বা কিছু মাষ্টার ডিগ্রী ছাত্র-ছাত্রী আছে যারা এই TET পরীক্ষায় বহুতে পাবছে না। অন্য কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা নেই। সর্বত্র প্রতিযোগিতা।

প্রথমবাব TET পরীক্ষায় অনেকেই বসেছিল। প্রথমবার এসেছিল কয়েক শ ছাত্র-ছাত্রীর চাকুরির সুযোগ। সরকারী চাকুরির বয়সসীমার বাধা উঠিয়ে দেওয়ার জন্য এবং এস.সি (SC), ও.বি.চি.(O.B.C.) প্রতিবন্ধী(physically hand:capped) কোটা থাকায় কয়েকজনের চাকুরি হয়েছে। এগুলো নাথকলে এই শহরের বঙ্গ ভাষীদের মধ্যে মাত্র ৪/৫ জন চাকুরি পেত। অসংখ্য ছেলে মেয়ে শুধু মাত্র টিউশনি করে বা সামান্য বেতনে কোনো স্কুল বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করে সংসার চালানোর চেষ্টা করছে।

"সত্য সেলুকস কি বিচিত্র দেশ !" সিকন্দর সাহেব (আলেকজেন্ডার) এই বিখ্যাত উক্তিটা মনে পড়ছে।

আগের প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা টিউশন ফিস্ দিয়ে স্কুলে পড়ছে -ইংরাজী মাধ্যমের স্কুলে হাতে গোনা ২/১ জন পড়লেও পড়তে পারে। অনেকের ঘরেই বৈদ্যুতিক আলো ছিলো না, অনেকের পড়াশুনা করার মত পৃথক ঘরই ছিলো না। এত নোট বই - সাজেসন - প্রশ্ন ভাণ্ডার - কম্পিউটার - ইন্টারনেট - গৃহ শিক্ষক - প্রাকটিকেলের ২০ নম্বর- এগুলোর সুযোগ তারা পায়নি। অথচ এদের অধিকাংশই প্রতিষ্ঠিত।

বর্তমানে চাকুরির সুযোগ অনেক বেড়েছে, আবার প্রতিযোগিতাও অনেক বেড়েছে। অন্যরা যদি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে বিজয় মালা ছিনিয়ে আনতে পারে-তাহলে নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা কেন পারছেনা ? তাদের মধ্যে কি প্রতিভার অভাব ? না, আমি ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সূত্রে গিয়েছি। আমি দেখেছি ঐ জায়গার ছেলেমেয়েদের চেয়ে আমাদের ছেলেমেয়েরা কোনো অংশেই কম প্রতিভা সম্পন্ন নয়। তাহলে ত্রুটি কোথায়? কোথায় দুর্বলতা ? কে বা কারা দায়ি ? কেন উচ্চ শিক্ষায় এরা

পিছিয়ে আছে ?

ঘাটতি রয়েছে চিন্তাধারায়, ত্রুটি রয়েছে পরিকল্পনায়, দুর্বলতা আছে প্রয়োগ কৌশলে। দায়ি আমারা সবাই, ওরা বড় হবার স্বপ্ন দেখেনা, আমরা দেখাইনা।

মা-বাবা গৃহশিক্ষক রেখেই (কেউ কেউ ৭/৮ জন গৃহ শিক্ষক রাখেন) সন্তুষ্ট। গৃহ শিক্ষকরা পরীক্ষায় সম্ভাব্য প্রশ্নের 'নোট' (অনেকের নোট্ আবার 'নোট' বইয়ের হুবহু নকল) দানে ব্যস্ত। মাতৃ ভাষার মাধ্যমের স্কুল শিক্ষক /শিক্ষিকারা ভাল ছাত্র ছাত্রী না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ। অনেক শিক্ষক শিক্ষিকার ছেলে মেয়েরা মাতৃ ভাষার মাধ্যমের স্কুলে পড়ে না। সমাজপতিরা-বুদ্ধিজীবিরা রাজ্য-রাষ্ট্র-বিশ্ব ভাবনায় ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন। ছাত্র ছাত্রীরা ঘন্টা চুক্তিতে গৃহ শিক্ষকদের বাড়ীতে দৌড়তে দৌড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, আর নিজে পড়ার সময় খুঁজে পায় না। খেলা ধূলোর সময় পায় না, পায় মোবাইল নিয়ে মত্ত থাকার সময়। টাউনের বিরাট বড় খেলার মাঠটা যন্ত্রনায় ছট ফট্ করে। তাও রক্ষা প্রীতি মহিলা ফুটবল খেলা এখানে হয়েছিল। উদ্যোগতাদের বিশেষতঃ প্রদীপ সরকারকে ধন্যবাদ অংসখ্য মানুষের সমাগম করা এবং মাঠে প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য।

এবার দৃষ্টি ফেরানো যাক্ - নাচ গানের দিকে। খারুপেটীয়ার গণ্ডী পেরিয়ে বিশ্ব ভারতী বা রবীন্দ্র ভারতী থেকে কেও নিয়ে এলো না ডিগ্রী। ২/১ অনুষ্ঠানেই এই প্রতিভার পরিসমাপ্তি। অ-আ শিখেই মাঝ পথে ছেড়ে দেয় অনেকেই।

ক্রিকেট খেলার মাঝে মাঝে খুব ঝোঁক উঠে। জেলা পেরিয়ে রাজ্যের দলে কেউ যেতে পারে নি। অনুশীলনের পরিবর্তে শুধু টুর্নামেন্ট-এ অংশ গ্রহণ করলে এটাই হয়ে থাকে। অথচ অনেকেরই অর্থের অভাব নেই।

চিকিৎসক হিসেবে বঙ্গভাষী ২/৩ জন যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। ড° শৈলেবাবু তো এখনও কিংবদন্তি চিকিৎসক হয়ে আছেন। নতুন প্রজন্মের কাউকেই এই সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এগিয়ে আসতে দেখছি না।

বঙ্গভাষীদের দুর্যোগে পাশে দাঁড়িয়ে আইনি লড়াই করার মতো এই শহর কোনো আইনজীবি নজরে পড়ছে না।

নতুন প্রজন্মের গৌতম (বাবুল) ও বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ে আশার আলো দেখিয়েছে। আরো অনেকেই এদের অনুসরণ করছে। সংখ্যাটা বেশী হলে ভালো হোতো।

রাজনৈতিক শক্তি ছাড়া টিঁকে থাকা মুশ্‌কিল । প্রতিভা থাকা সত্বেও একদিন হাজার হাজার বঙ্গভাষীকে পূর্ববঙ্গ (তদানীন্তন পাকিস্থান) ছাড়তে হয়েছিল শুধুমাত্র রাজনৈতিক শক্তির অভাবে । নতুন প্রজন্মের কে বা কারা এই রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যোগ্যতা অর্জন করেছে ? কেন এই দৈন্য এই ক্ষেত্রে ?

আজ মনে পড়ছে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শিবাবতার যুগাচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দের কথা। ১৯৪১ সনে উনি বঙ্গভাষী হিন্দুদের সতর্ক করেছিলেন এই বলে যে তাদের দুর্বলতার জন্য তাদের দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে । মাত্র ৫/৬ বছরের মধ্যেই তাই হয়েছিল । খারুপেটীয়ার বঙ্গভাষী সমাজ যদি এখনও জাগ্রত না হয় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে এই হাজার হাজার মানুষের জীবনে নেমে আসবে ঘোর অমাবস্যা। আমাদের পূর্বপুরুষ বুকের পাঁজর নিঙড়িয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, লড়াই করে ভবিষ্যত উত্তরাধিকারীদের সুস্থভাবে বাঁচার জন্য যে সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন তার উপযুক্ত ব্যবহার না করার জন্য এই প্রজন্মের উত্তরাধিকারীরা নিঃশব্দে হারিয়ে যাবে ।

অনেক কথাই মনে পড়ছে । কলেজের সবাই ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে । কলম থামাতে হল । কিন্তু মন তো মানছে না । আবেগ তো বন্ধ হচ্ছে না । বাইরে থেকে এসে এই জায়গাটাকে আপন করে নিয়েছি। এখানের সহজ সরল মানুষগুলো, হিন্দু, মুসলিম, বাঙালি, বিহারী, মারোয়ারী, অসমীয়া, বড়ো, নেপালী, আদিবাসী নির্বিশেষে আমাকেও আপন করে নিয়েছেন । কিন্তু বঙ্গভাষী নতুন প্রজন্মের কথা কয়জন বা ভাবছে! ওদের জন্য তো আমাদের ভাবতে হবে । সমাধান সূত্র বের করতে হবে । ওরা স্বপ্ন দেখতে শিখুক। নিজেদের শিক্ষা-দীক্ষায় উপযুক্ত করুক যাতে প্রতিযোগিতায় জিততে পারে । সুশীল সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে । দায়িত্ব নিতে হবে । এ দায়িত্ব সবার । তার মধ্যে আমিও একজন । পরিশেষে নতুন প্রজন্মের উদ্দেশ্যে এক মহাত্মার বাণী উল্লেখ করে এই লেখার ইতি টানছি ।

" উঠো জাগ মুসাফির ! ভোর ভই,
অব রৈন কহাঁ জো সোবত হৈ ?
জো সোবত হৈ বহ খোবত হৈ

শত্রুর শক্তি আয়ত্ব করাটা উত্তম, কিন্তু সেই শক্তিকে
শত্রুর মত ব্যবহার করাটা হোলো আসুরিক ।

শেক্সপীয়ের

শান্তিস্থাপন

বিপদ ভঞ্জন সাহা

থেকে থেকে গড়ে ওঠে মারামারি- কাটাকাটির নীতি
উসকানি এখনও ঘুমায়নি
বসতি যখন শিশুঘুমে
বোঝেও না কে এসে লাগিয়ে গেল
তার শান্তিতে আগুন ।
যাকে মানুষজ্ঞান করত
সকালে সে শত্রু হয়ে জন্ম নেবে ।
উসকানি বলে দেবে কার কী জাত
ক্রেতা-বিক্রেতার বাজার হবে হিংসাক্ষেত্র,
কারও মাটিতে জ্বালাবে বিদ্রোহের আগুন
কারও হাতে তুলবে বিরোধিতার প্রহার
নদী-মাটি-বাতাস খণ্ডিত লাল
ঘুম ভাঙালে শিশুর বুদ্ধি হবে
করবে একে অপরের শান্তিস্থাপন ।

AAA KALI AUTOMOBILES
Spare Parts available here &
All types of two wheeller vehicles are repair hair
Prop.- Rahul Dey
Ph.- 9401184581
Kharupetia, Near Mitali Sangeet Vidyalaya,
Dist.- Darrang (Assam)